চিকিৎসায় নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা

মূল
ড. আবুল ফজল মহসিন ইব্রাহীম, ড. আলী মিশাল
ড. হুসাম ফাদেল, ড. মুসা নুরুদ্দিন

ভাষান্তর
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

চিকিৎসায় নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা

ড. আবুল ফজল মহসিন ইব্রাহীম ❑ আলী মিশাল ❑ ড. হুসাম ফাদেল ❑ ড. মুসা নুরুদ্দিন

অনুবাদস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স- ২০২১

ISBN: 978-984-94911-9-4

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স, দোকান নং # ৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলা বাজার
(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা- ১১০০

মূল্য: ৫০.০০ টাকা

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪২৭, শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

Published by BIIT Publications, Shop No # 302 (2nd Floor), 38/3
Banglabazar (Books & Computer Complex Market), Dhaka- 1100

Contacts
Phone: (+88) 01832 969 280, 01766 073 321, 01923 489 165
E-mail: biitpublications@gmail.com

যখন আমি অসুস্থ হই, তখন আল্লাহ তিনিই আমাকে সুস্থ করেন

- আল কুরআন

কোনো মুসলিম যখন তার কোনো রুগ্ন মুসলিম ভাইকে দেখতে যায় তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।

- আল হাদীস

সূচিপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা ৭

লেখকের ভূমিকা ১১
ইসলামি মেডিকেল এথিক্স ১১
ইসলামি মেডিকেল আইনবিদ্যার উৎস ১১
১. প্রাথমিক উৎস ১১
২. দ্বিতীয় ধারার উৎস ১৫
৩. তৃতীয় ধারার উৎস ১৬
ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন ২০

প্রথম অধ্যায়
চিকিৎসা শাস্ত্রের মৌলনীতিসমূহ ২৩
স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা ২৩
রোগ থেকে আরোগ্য লাভে সাহায্য করা ২৩
স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এবং নৈতিক গুনাবলীর সমন্বয় ২৫

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম চিকিৎসকের নৈতিক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ২৭
অবিরাম জ্ঞান অন্বেষন ২৭
রোগীদের প্রতি সম্মান ২৮

রোগীর আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষায় ডাক্তারের অভিভাবকসূলভ ব্যবহার ২৯
বিপরীত লিঙ্গের রোগীর চিকিৎসার সময় স্পর্ষকাতর ইস্যু ৩২
পেশাগত গোপনীয়তা ৩৫
চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষাধিকার ৩৮
মৃত্যুর জন্য রোগীকে প্রস্তুত করা ৩৮
রোগীর জানাযায় চিকিৎসকের অংশগ্রহণ ৩৯
সমাজের প্রতি মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ৩৯
চিকিৎসক সহকর্মী সম্পর্ক ৪০
নিজের কর্মস্থল এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা ৪২
ব্যবসায়/প্রাকটিস বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন/মিডিয়ার ব্যবহার ৪২

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম চিকিৎসকের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা ৪৫
চিকিৎসকের ভুলের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ ৪৬
চিকিৎসকের দায়িত্বের আওতা ও দায়মুক্তি ৪৭
চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা ৪৮
চিকিৎসায় অবহেলা ৪৯
ফৌজদারি অবহেলা ৫০
চিকিৎসা প্রত্যাখান ৫১

উপসংহার ৫৩

তথ্যসূত্র ৫৫

অনুবাদকের ভূমিকা

মেডিকেল এথিক্স বিষয়টি বাংলাদেশে একটি অনালোচিত এবং উপেক্ষিত বিষয়। অথচ কয়েক হাজার বছর পূর্বে মিসরিয় এবং গ্রিক সভ্যতার যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্মেষকালীন সময় থেকেই চিকিৎসা পেশার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান মেডিকেল এথিক্স। হিপোক্রেটস, গ্যালেন, এরিস্টটল প্রমূখ মনীষী চিকিৎসা পেশাজীবিদের জন্য অনুসরণীয় বেশ কিছু নীতিকথা বলে গিয়েছেন। সপ্তম শতক থেকে শুরু হওয়া ইসলামি রেনেসাঁর যুগে বিভিন্ন আরব মুসলিম বিজ্ঞানীর অবদানে গ্রিক-চৈনিক-ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা ইসলামের ন্যায়-নীতির আত্মা লাভ করে এক উন্নততর বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তৎকালীন মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ একাধারে ডাক্তারি শাস্ত্র, অন্যদিকে ইসলামি শরিআহ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তাঁদের অবদানে ডাক্তারী শাস্ত্র একটি উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানে পরিণত হয়; একই সাথে ডাক্তাররাও সমাজের নীতিবান এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁদের অবদানে মেডিকেল টেকনোলজি এবং এথিক্স দুটোই উচ্চমাপে পৌঁছে। এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিজ্ঞানী আবু আলী আল হুসাইন ইবনে সিনা। তাঁর রচিত মেডিকেল টেক্সট বই *'কানুন ফিল তিব্ব'* সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সকল মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু ছিল। এ কানুনের একটি বড় অংশ চিকিৎসকের ব্যবহৃত আচরণবিধি বা এথিক্স সংক্রান্ত।

মুসলিম সভ্যতার পতনের মুখে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। মুসলিম চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পেশাকে শুধু আয়ের উৎস হিসেবেই দেখতেন না বরং মানুষের চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাহন হিসেবে দেখতন। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রভাবে ডাক্তারী শাস্ত্র সেবা-পেশার পরিবর্তে একটি লাভজনক পেশায় পরিনত হয়। ক্রমান্বয়ে রোগী এবং মানুষের কষ্ট হয়ে ওঠে এ ব্যবসার পুঁজি। ফলে পাশ্চাত্যের মেডিকেল চর্চা যত টেকনোলজিতে অগ্রসর হয় ততই মানবিকতা হারিয়ে ফেলে। বিশ শতকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা পেশাজীবিদের সংগঠন-এর সহায়তায় তৈরি হয় WMA। তাঁরা চিকিৎসা পেশার নৈতিক মান, ডাক্তারদের দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা, অধিকার, আইনি সুরক্ষা, রোগীর অধিকার, সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সেমিনার, ওয়ার্কশপ করে। যার ভিত্তিতে অসংখ্য প্রকাশনা এবং আইন গড়ে ওঠে। যেহেতু নীতিবোধ বিষয়টি

ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেহেতু ষাটের দশক থেকেই বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে মেডিকেল এথিক্স বিষয়টির আলোচনা শুরু হয়। যেমন গর্ভপাত, কৃপাহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ধর্মীয় নির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ষাটের দশকেই আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত মুসলিম মেডিকেল স্কলার প্রফেসর ওমর কাসুলী, আলী মিশাল, শাহিদ আতাহার প্রমুখ ইসলামি মেডিকেল এথিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বিষয়টি দু'ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইসলামি মেডিকেল এথিক্স পাশ্চাত্যের মেডিকেল এথিক্স-এর চাইতেও মানুষের অধিকারের প্রতি বেশি নিবেদিত; এটি চিকিৎসা পেশাকে একটি ইবাদত (হক্কুল ইবাদ/ফরজে কিফায়া) হিসেবে বর্ণনা করে; দ্বিতীয়ত, মুসলিম চিকিৎসক এবং রোগীরাও যে কোনো এথিকোলিগাল ইস্যুতে ইসলামি সমাধান পেতে বেশি আগ্রহী। উল্লিখিত মনীষীদের চেষ্টায় *Islamic Medical Association of North America* গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর শাখা সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন দেশের সংগঠনগুলো কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে FIMA *(Federation of Islamic Medical Association)* গড়ে ওঠে। FIMA তার শাখাসমূহের মাধ্যমে ইসলামি মেডিকেল এথিক্স এর চর্চাকে এগিয়ে নেয়।

সৌভাগ্যক্রমে ২০০৩ থেকে আমার মালয়েশিয়া অবস্থানকালে FIMA সভাপতি অধ্যাপক মুসা নুরুদ্দিন এবং প্রাক্তণ সভাপতি অধ্যাপক আলী মিশালসহ সবার সাথে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওই সময়ে মেডিকেল এথিক্স সংক্রান্ত অসংখ্য সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। পরবর্তীতে ২০১২ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত FIMA কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয় যে ২০১৩ সালের FIMA Year Book টি ইসলামি মেডিকেল এথিক্স-এর ওপর একটি Handy Book হিসেবে তৈরি হবে। এর সংকলণ-এর দায়িত্ব দেয়া হয় অধ্যাপক আবুল ফজল মহসীন ইব্রাহীম, অধ্যাপক মুসা নুরুদ্দীন এবং অধ্যাপক আলী মিশালকে। আমাকে এ গ্রন্থের কিছু পরিচ্ছেদ রিভিউ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত FIMA সম্মেলণে গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আমার বড় আশা এটির পঠন আমাদের চিকিৎসকদের তাদের রোগীদের প্রতি আরো দায়বদ্ধ ও নিবেদিত করবে। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক নতুন প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। তবুও বাংলাদেশের রোগীরা সিংগাপুর, থাইল্যান্ড অথবা ভারতে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন। আমার মতে এর অন্যতম কারণ আমাদের চিকিৎসকদের যোগাযোগ দক্ষতার অভাব এবং রোগীকে সময় কম দেয়া। দু'টো বিষয়ই মেডিকেল এথিক্স-এর সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও আমাদের সমাজে আরো কিছু নৈতিক অধঃপতন হয়েছে। এখানে প্যাথলজি

ল্যাবের কমিশন নেয়া, অপ্রয়োজনে অপারেশন, আইসিইউ তে ভৌতিক বিলসহ নানা বিষয়ে চিকিৎসক এবং রোগীদের মাঝে আস্থার সংকট বিরাজ করছে। এমন অবস্থায় অবশ্যই মেডিকেল এথিক্স-এর চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। এদেশে চিকিৎসকদের আরো রোগীবান্ধব করতে এবং চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক বৃদ্ধিতে গ্রন্থটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

গ্রন্থটি পরিমার্জন ও সম্পাদনায় অনুজপ্রতীম গবেষক ড. শাহ্ মোহাম্মদ ফাহিম ও ডা. আদেল গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছেন। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ।

বিআইআইটি পাবলিকেশনস্-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য জ্ঞানের এক দরজা উন্মোচন করেছেন। এ জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বায়োকেমিস্ট্রি
কো-অর্ডিনেটর, এথিক্স কমিটি

ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ।

লেখকের ভূমিকা

ইসলামি মেডিকেল এথিক্স

ইসলামি মেডিকেল আইনবিদ্যা (Islamic Medical Jurisprudence)-এর অত্যাশ্যকীয় একটি উপাদান মেডিকেল এথিক্স; পাশ্চাত্যে প্রচলিত 'মেডিকেল এথিক্স'-এর সাথে এর কিছু মিল এবং কিছু বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে; ইসলামি মেডিকেল এথিক্স-এর অন্তর্ভূক্ত ইস্যুগুলো নিম্নরূপ:

• ডাক্তার -রোগীর সম্পর্ক	• গর্ভস্থ ভ্রুনের ওপর পরীক্ষা
• চিকিৎসাবিষয়ক গোপনীয়তা	• চিকিৎসাখাতে সম্পদ বন্টন ও বাজেট বরাদ্দ
• চিকিৎসায় অবহেলা	• মৃত্যুর সংজ্ঞা
• বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা	• অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও প্রতিস্থাপন
• জন্মনিয়ন্ত্রণ	• কৃপাহত্যা (Euthanasia)।
• গর্ভপাত	

সকল মুসলিম চিকিৎসকের এটি একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা যে পবিত্র কুরআন এবং হাদিস তাদের যে মহান দায়িত্ব দিয়েছে তারা সেটির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন; তাদের পেশা চর্চার মাধ্যমে তারা আল্লাহর বান্দাদের খেদমত করার এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন; এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের এ পেশার বিষয়ে ইসলামি আইন বিদ্যা ও নীতিবিদ্যার নির্দেশনা জানবেন।

ইসলামি মেডিকেল আইনবিদ্যার উৎস

ইসলামি মেডিকেল আইনবিদ্যার উৎস মূলত তিনটি। যথা:

১. প্রাথমিক উৎস (Primary Source);
১. দ্বিতীয় ধারার উৎস (Secondary Source);
১. তৃতীয় ধারার উৎস (Tertiary Source)।

১. প্রাথমিক উৎস

প্রাথমিক উৎস দুটি যথা কুরআন এবং হাদিস।[২] এ দুটো উৎস *শরিআহ* আইন (*শরিয়াত*) হিসেবে পরিচিত এবং আইনের সর্বোচ্চ উৎস।

১(ক) কুরআন: *শরিআহ*র আদি উৎস

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসুল মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি প্রেরিত ওহির মাধ্যমে ২৩ বছর ধরে নাজিল হয়েছে; মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য অত্যন্ত পুঙ্খনাপুঙ্খ বিধিবিধান কুরআনে বিবৃত হয়েছে; বস্তুত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষ একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধানই অনুসরণ করবে। কুরআনে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে:

إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

হুকুম দেয়ার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।[৩]

আরও বলা হয়েছে:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফের ও জালেম।[৫]

ওপরের দুটো আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট ও অকাট্য যে ইসলাম অনুযায়ী আইন প্রদানের একমাত্র কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালার।[৬] পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে:

لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে রহমত, নিরাময় ও সুরক্ষা।[৭]

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম ইবনে কাইউম (মৃত্যু ১৩৫০ খ্রি.) ওষুধ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য তিনটি অবশ্য পূরণীয় মূলনীতির কথা বলেছেন। এ তিনটি মূলনীতি হচ্ছে, যথা- স্বাস্থ সুরক্ষা; রোগ থেকে আরোগ্য; এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য, পথ্য, জীবানু, জীবনাচার থেকে আত্মরক্ষা।[৮] স্বাস্থ্যসম্মত জীবন পেতে হলে পরিমিত জীবনাচার (Healthy lifestyle), সুষম খাদ্য গ্রহণ, যেকোনো কিছু বাড়াবাড়ি পরিহার এবং নেশাদ্রব্য বর্জন বর্জন করতে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে;

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

হে মানবজাতি! জমিনে যেসব হালাল ও পুষ্টিকর খাদ্য রয়েছে তা খাও।[৯]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে ইমানদারগণ খামর (মদ, নেশাদ্রব্য) এসবই নাপাক ও শয়তানির বাহন। তোমরা এগুলো বর্জন করো।[১০]

নিরাপত্তাহীনতা এবং অসহায়ত্বের অনুভূতি মানুষের মনে প্রচন্ড বিষন্নতা তৈরি করতে পারে; এ বিষন্নতা জটিল মানসিক রোগ এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি করতে পারে। এজন্যে কুরআনে মানুষকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

আল্লাহর স্মরণ এমন জিনিস যার মাধ্যমে হৃদয়ে পরম প্রশান্তি এবং স্বস্তি আসে।[১১]

কুরআন মানুষের স্বাস্থ এবং সুস্থতার বিষয়ে এত সচেতন যে অসুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন ইবাদতের পদ্ধতিও শিথিল করেছে; যাতে মানুষ ইবাদত করতে গিয়ে আরও অসুস্থ্য হয়ে না যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রমজান মাসে রোজা রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজ।[১২] কিন্তু এ ফরজটিও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শিথিল; তিনি সুস্থ হবার পর অন্য যেকোন সুবিধাজনক সময়ে রোজা রাখবেন; এছাড়া আরোগ্যের আশাহীন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

আর যদি কেউ অসুস্থ বা ভ্রমণরত থাকে, তবে সে যেন ভিন্ন সময়ে এ (না রাখা) রোজার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।[১৩]

১(খ) *সুন্নাহ: শরিআহর* অন্যতম উৎস

শরিআহ'র গুরুত্বপূর্ণ উৎস সুন্নাহ; একে বলা হয় *ওয়াজিউন খাফি'* (পরোক্ষ *ওহি*); সুন্নাহ বলতে রসুল মুহাম্মদ সা. এর সকল কথা (*ক্বাওলিয়াহ*), কাজ ও অভ্যস (*ফিলিয়াহ*) এবং তাঁর কর্তৃক অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা (*তাক্বরিয়াহ*)[১৪] কে বুঝায়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয় হচ্ছে যে, যেহেতু আল্লাহ নবি মুহাম্মদ সা. কেই তার মহান কিতাব নাজিলের বাহন বানিয়েছেন, সেহেতু মানবজাতিকে কুরআনের অর্থ এবং চর্চা বুঝতে হলে মুহাম্মদ সা. এর জীবনাচারকে বুঝতে হবে। অন্যকথায় কুরআন চর্চা করতে হলে রসুলের জীবনাচার চর্চা করতে হবে।[১৫] কারণ রসুল সা. তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে কুরআনের শিক্ষার বাস্তবায়নের মডেল দেখিয়ে গিয়েছেন। সেজন্যেই ইসলামি *শরিআহ*'র উৎস হিসেবে রসুলের সুন্নাহ এত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

> আর এখন এ বার্তা (*জিকর*) তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে করে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষা-ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকো যা তাদের জন্য নাজিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা গবেষণা করে।[১৬]

১(গ). হাদিস: মুসলমানদের অনুসরণীয় ছয়টি প্রধান হাদিস সংকলন হচ্ছে, যথা-

১. *আল-জাম-ভি-আল সাহিহ*: সংকলক, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল-আল-বুখারি (মৃত্যু ৮৭০ খ্রি.)।
২. *আল-জাম আল সাহিহ*: সংকলক, ইমাম মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ নিশাপুরী (মৃত্যু ৮৭৫ খ্রি.)।
৩. *জামি আল-তিরমিযী*: সংকলক, ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবনে ইসা বিন শারাহ (মৃত্যু ৮৯২ খ্রি.)।
৪. *সুনান আল-নাসায়ী*: সংকলক, ইমাম আবু আবদ আল-রাহমান আহমাদ ইবনে শাফিয়াব (মৃত্যু ৯১৫ খ্রি.)।
৫. *সুনান ইবনে মাজাহ*: সংকলক, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ (মৃত্যু ৮৮৭ খ্রি.) ।
৬. *সুনান আবু দাউদ*: সংকলক, ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল আসাব (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রি.)।

মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআনে কোনো নির্দেশনা পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে তারা *সুন্নাহ*'র শরণাপন্ন হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কুরআনে কোনো অকট্য নির্দেশনা নেই; অন্য দিকে রসুল সা.-এর হাদিসে দেখা যায় যে, তিনি কিছু সাহাবিকে *'আযল'* (Coitusinterruptus) এর অনুমতি দিয়েছেন; এ

অনুমোদন বাতিলসূচক কুরআনের কোনো আয়াত নেই কাজেই এ হাদিসের ভিত্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ইসলামি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।[১৭-১৮]

২. দ্বিতীয় ধারার উৎস

কুরআন এবং হাদিসের পর দ্বিতীয় ধারার আইনের উৎস হচ্ছে *ইজতিহাদ*; আর *ইজতিহাদের* দুটো উৎস হচ্ছে *ইজমা* ও *কিয়াস*।

২(ক) *ইজতিহাদ* (বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ)

কুরআন এবং সুন্নাহ'র পরও *ইজতিহাদ* কেন আবশ্যক? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এর নেপথ্যের আদিমতম ঘটনার উল্লেখ করতে হয়; এ ঘটনাটি নিম্নরূপ:

যখন রসুল সা. তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবি মু'আজ ইবনে জাবাল রা. কে ইয়েমেন এর শাসনকর্তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি মু'আজকে জিজ্ঞেস করেন: 'মু'আজ তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার, ফয়সালা করবে?' উত্তরে 'মু'আজ বল্লেন, 'আল্লাহর কুরআনের নির্দেশনায়' রসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি তোমার সমস্যার বিষয়ে কুরআনে কোনো নির্দেশনা না পাও, তাহলে কি করবে? মু'আজ বললেন, 'আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ থেকে নির্দেশনা নেবো'; রসুল সা. আবারো বললেন, 'যদি তোমার সমস্যার বিষয়ে সুন্নাহয় কোনো নির্দেশনা না পাওর তাহলে কি করবে? 'মু'আজ রা. আবারো বললেন, 'আমি আমার আক্বল (বিবেক/বুদ্ধি) প্রয়োগ করে *ইজতিহাদ* করবো'। তাঁর এ উত্তর শুনে রসুল সা. অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাঁর নবিকে তাঁর বান্দাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম করেছেন"।[১৯]

ইজতিহাদ শব্দটির মূল শব্দ '*জাহাদা*'। '*জাহাদা*' শব্দের অর্থ 'চেষ্টা', অনুসন্ধান, 'সংগ্রাম' ইত্যাদি।[২০] এর প্রায়োগিক অর্থ এ যে, জীবনের যেকোনো সমস্যার সমাধানে (যার বিষয়ে কুরআনে বা হাদিসে সরাসরি নির্দেশনা নেই) *ইজতিহাদে* সক্ষম মুজতাহিদ কর্তৃক তাঁর কুরআন-হাদিস লব্ধ জ্ঞান ও তাঁর বিবেক বুদ্ধির সমন্বয়ে নির্দেশনা বা বিধান প্রনয়ণ।[২১] আইনি মর্যাদায় মুজতাহিদের দেয়া *ইজতিহাদ হচ্ছে* '*জান্নি*'।[২২]

কাজেই আধুনিক বায়োমেডিকেল যেকোনো সমস্যার সমাধান বিষয়ে *শরিআহ* এবং বায়োমেডিকেল বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে *ইজতিহাদ* করার মাধ্যমে উম্মাহকে নির্দেশনা দেবেন। ইজতিহাদের দুটো উৎস যথা- 'ইজমা' ও 'কিয়াস'।[২৩]

২(খ) ইজমা (আইনবিদদের যুক্তির ঐকমত্য)

'ইজমা' শব্দের আদি মূল হচ্ছে 'জামা'; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সংগ্রহ ও একত্র করা'।[২৪] রসুল মুহাম্মদ সা. এর অনুসারী আইনবিদদের একটি নির্দিষ্ট যুগে, নির্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তির ঐকমতে পৌঁছানোকে ইজমা বলা হয়।[২৫] বাস্তবে মুসলিম আইনবিদগণ সমগ্র উম্মাহর মতামতকে ঐকবদ্ধ করে যখন একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন তখনই ধরে নেয়া হয় উক্ত বিষয়ে *'ইজমায়ে উম্মাহ'* প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার ঐকমত্য হয়ে গেলে বিষয়টি 'সম্ভাব্যতা' থেকে 'সন্দেহাতীত' বা 'নিশ্চিত' আইনে পরিণত হয়।[২৬] অন্যভাবে বলা যায় যখন ইজতিহাদের পর্যায়ে 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিষয়টি আর মতামত (*জানরি*) পর্যায়ে না থেকে নিশ্চিত রায় (*হুজ্জাহ*) পর্যায়ে চলে যায়; তখন বিষয়টিকে অবহেলার বা অমান্য করায় সুযোগ মুসলমানদের থাকে না।

২(গ) কিয়াস (সদৃশ বিষয়ে সমাধানের আলোকে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো)

'কিয়াস' শব্দের আদিমুল হচ্ছে *'কায়াসা'* যার অর্থ পরিমাপ করা।[২৮] প্রায়োগিক ক্ষেত্রে *'কিয়াস'* মানে কোনো একটি বিষয়ে প্রচলিত আইন বা বিধি সদৃশ নতুন কোনো বিষয় প্রয়োগ করা; যদিও পূর্বের আইনের টেক্সট ও এটির ব্যপ্তি বা সীমার মধ্যে পরবর্তী বিষয়টি উল্লিখিত নেই; তবুও দুটো সদৃশ সমস্যায় প্রথ মটির ক্ষেত্রে অনুসৃত বিধি পরেরটির ক্ষেত্রে আরোপ করা।[২৯] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআনে অকারণে মানুষ হত্যাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; আদি যুগে হত্যা বলতে ছুরিকাঘাতে বা বিষপ্রয়োগে হত্যা বুঝাতো; চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করতে যেয়ে কোন ডাক্তার যদি ইচ্ছেকৃতভাবে এমন ঔষুধ প্রয়োগ করেন যাতে রোগীর মৃত্যু হবে সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মানব হত্যার অভিযোগ আনা হবে; মানব হত্যার জন্য তার বিচার হবে; যদিও আদি ইসলামি আইনে হত্যা বলতে ছুরি, তলোয়ার, লাঠি ইত্যাদির আঘাতে মৃত্যু বুঝানো হতো।[৩০]

৩. তৃতীয় ধারার উৎস

ইসলামি *শরিআহ*'র তৃতীয় ধারার উৎস হচ্ছে:

ক) *আল কাওয়ায়িদ আল-ফিকাইয়াহ* (আইনের প্রয়োগিক পদ্ধতিজনিত সাধারণ নীতি);

খ) *ক্বায়াত মাজমা আল-ফিকহ আল ইসলামি* (ইসলামি আইনি ইনস্টিটিউশনের প্রস্তাবনা);

গ) আল-*ফতওয়া* (ইসলামি স্কলারের আইনি মতামত)।